আয়াতুল কুরসী

১০২০(রিয়াদুস সালেহীন)হযরত উবাই ইব্নে কা'ব(রাঃ)থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ হে আবুল মুনযির! তুমি কি অবগত আছ, তোমার সাথে যে আল্লাহর কিতাব রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোন্টি? আমি বলেছিলাম, সে আয়াতটি হচ্ছেঃ "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম....."(আয়াতুল কুরসী)তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বলেন, হে আবুল মুনযির!ইল্ম বা জ্ঞান তোমার জন্য মুবারক হোক।(মুসলিম-৮১০)

১০২১ (রিয়াদুস সালেহীন)হযরত আবু হুরাইরাহ্(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আমাকে রমযানের যাকাত(সাদাকায়ে ফিত্র) সংরক্ষণ ও পাহারা দেয়ার দ্বায়িত্বে ন্যাস্ত করেন।এ দ্বায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে খাদ্যবস্তু তুলে নিতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেলে তাকে বলেছিলামঃ আমি তোমাকে অবশ্য রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর সেবায় উপস্থাপন করব।সে বলেছিলঃ আমি একজন অভাবী, সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে রয়েছে এবং প্রয়োজন আমার খুব বেশি।" তাই আমি তাকে

ছেড়ে দেই। সকাল হবার পর রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেন, হে আবু হুরায়রাহ! গতরাতে তোমার কয়েদী কি করেছিল?" আমি বলেছিলামঃ " ইয়া রাসুলুল্লাহ!সে তার অভাব ও সন্তাদের কথা বলেছিল, তাই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" তিনি বলেনঃ সে অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলেছে। আবারও সে আগমন করবে। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর কথায় আমি জানতে পেরেছিলাম, সে আবার আগমন করবে। অতএব আমি তার জন্য আড়ি পেতে থাকি।সে এসে খাদ্যবস্তু নিতে থাকে। আমি বলেছিলামঃ আমি অবশ্য রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর কাছে হাজির করব।" সে বলেছিল "আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ আমি অভাবী আর সন্তানদের বোঝাও আমার ওপর রয়েছে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসব না। তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে ছেড়ে দেই। পরদিন সকালে রাসুলুলাহ(সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আবু হুরায়রাহ! গতরাতে তোমার বন্দি কি করেছে?" আমি বলেছিলামঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ!সে অভাব ও সন্তান পালনের ব্যয়ভারের অভিযোগ করেছে।অতএব আমি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" তিনি বলেন, অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তাহলে সে আবার আগমন করবে।" এরপর আমি তৃতীয়বার তার জন্য আড়ি পেতে থাকি। আর সে এসে খাদ্যবস্তু সরাতে থাকে, তাকে আমি ধরে ফেলে

বলেছিলামঃ “আমি অবশ্য তোমাকে রাসুলুল্লাহ(সাঃ)-এর কাছে হাজির করব। কারণ এ নিয়ে তিনবার তুমি বলেছো যে তুমি আর ফিরবে না। কিন্তু প্রত্যেকবারই তুমি প্রত্যাবর্তন করেছো।” সে বলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কলেমা শিখিয়ে দেব যার ফলে আল্লাহ আপনাকে লাভবান করবেন।” আমি বলেছিলামঃ “সেসব কি?” সে বলেছিলঃ “যখন বিছানায় ঘুমুতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর সব সময় একজন হিফাজতকারী নিযুক্ত থাকবেন এবং শয়তান আপনার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এভাবে সকাল হয়ে যাবে।” একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। পরদিন সকালে রাসুলুল্লাহ(সাঃ)এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ গতরাতে তোমার কয়েদী কি করেছে? আমি বলেছিলামঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ)!সে অঙ্গীকার করেছে, সে এমন কিছু কালেমা তালিম দেবে যার ফলে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।” তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ সেগুলো কি? আমি বলেছিলামঃ সে আমাকে বলেছে, আপনি বিছানায় ঘুমুতে যাবার সময় ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বেন। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ আয়াত পর্যন্ত। আর সে আমাকে এটাও বলেছে এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী সব সময় আপনার ওপর

নিযুক্ত থাকবেন এবং শয়তান আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে। একথা শুনে নবী করীম(সাঃ) বলেন, এ কথাটা সে অবশ্য তোমাকে সত্য বলেছে। আর সে নিজে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হোরায়রাহ! তুমি কি অবগত আছ্ গত তিনদিন তুমি কার সাথে কথা বলেছ? আমি বলেছিলামঃ না, আমি জানি না। তিনি বলেনঃ সে হচ্ছে শয়তান।(বুখারী- ২৩১১)।

.....